গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

বিষয়: **জাতীয় লজিস্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত পলিসি ও রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক কর্তৃক "Stakeholder Dialogue on Logistic Policy and Regulatory Priorities" সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	**শেখ মোঃ শরীফ উদ্দিন, এনডিসি** **অতিরিক্ত সচিব** **নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়**
সভার তারিখ	:	১৩-০৮-২০২৩
সময়	:	বেলা ০২.০০ ঘটিকা
স্থান	:	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা (পরিশিষ্ট 'ক') দ্রষ্টব্য।

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সৈয়দ আলী আহসান, উপসচিব (জাহাজ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। উপসচিব (জাহাজ) বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গত ০৭ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি. তারিখের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণ গত ১০ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি. সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ঢাকার নিকুঞ্জ লা-মেরিডিয়ান হোটেলে জাতীয় লজিস্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত পলিসি ও রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক উপ-কমিটির আওতাধীন Technical Working Group (TWG) কর্তৃক "Stakeholder Dialogue on Logistic Policy and Regulatory Priorities" শীর্ষক কর্মশালায় জাতীয় লজিস্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

২। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উপ-সংরক্ষক ক্যাপ্টেন মোঃ ফরিদুল আলম তাঁর প্রস্তুতকৃত কর্মশালা পরবর্তী প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। উপ-সংরক্ষক বলেন, জাতীয় লজিস্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত পলিসির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জাহাজ শীপমেন্টকরণ আন্তর্জাতিক পলিসি অনুসরণ করে করা হয় কি না, সময়মত কন্টেইনার নামার সাথে সাথে ক্লিয়ার করা হয় কি না, ISPS Code অনুসরণ করা হয় কি না ইত্যাদি বিষয়গুলো জাতীয় লজিস্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত পলিসির প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং ও কাস্টম এর কার্যক্রম যথাযথভাবে হচ্ছে কি না তাও উক্ত পলিসির মূল বিবেচ্য বিষয়। উপ-সংরক্ষক বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বেশ কিছু স্ক্যানার মেশিন রয়েছে। উক্ত স্ক্যানারে সকল পণ্য স্ক্যান হয়ে বের হয়। এতে করে বিপদজ্জনক কোন পণ্য থাকলে তা স্ক্যানারে ধরা পড়ে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মালামাল প্রায় ৬% রেলওয়েতে পরিবহন করা হচ্ছে। এটা আরও বৃদ্ধি করার ব্যাপারে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। উপ-সংরক্ষক বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরে অনেক গাড়ি, কার্গো, কন্টেইনার কাস্টমস এর ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছে। এগুলো বন্দর কর্তৃপক্ষকে পাহারা দিতে হয়, নিলাম প্রক্রিয়া জটিলতর হওয়ার কারণে এগুলো দীর্ঘ দিন যাবৎ বন্দরে পড়ে আছে। দীর্ঘ দিন যাবৎ এগুলো বন্দরে পড়ে থাকার কারণে পণ্যগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে করে বন্দর কর্তৃপক্ষও বিপুল পরিমাণ অর্থ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই নিলাম প্রক্রিয়া সহজতর করণের বিষয়ে তিনি সভায় গুরুত্বারোপ করেন।

৩। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি প্রকৌশলী ওবায়েদ ইবনে বশির বলেন, জাতীয় লজিস্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত পলিসি ও রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক উপকমিটির আওতাধীন Technical Wirking Group (TWG) করতে পেশকৃত সুপারিশসমূহ স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ রূপকল্প এবং স্মার্ট বাংলাদেশের ভিশনকে সামনে রেখে নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ে একটি স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল (Stragegy), কর্ম পরিকল্পনা এবং নীতি (Policy) তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এই লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে তাদের নিজ নিজ স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনার প্রস্তাবনা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেলণ করার জন্য অনুরোধ করা উচিত। প্রাপ্ত কৌশলসমূহ এবং পরিকল্পনাসমূহ একীভূত করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি নিজস্ব সমন্বিত Maritime Transport & Logistics কৌশল তৈরি ও অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং এ সংক্রান্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করা উচিত মর্মে তিনি সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে নদীপথে মাত্র ১% কন্টেইনার পরিবাহিত হচ্ছে। এই পথে পণ্য পরিবহন বাড়ানোর লক্ষ্যে অগভীর চ্যানেলসমূহ বিআইডব্লিউটিএ এর মাধ্যমে ড্রেজিং এর পরিকল্পনা নেয়া উচিত এবং বেসরকারি ইনল্যান্ড পোর্ট নির্মাণে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বন্দরসমূহের কার্যক্রম আরও দ্রুত করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আওতায় এবং বন্দরসমূহের সমন্বয়ে Maritime Single Window দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চলমান পাতা-২

৪। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জনাব মোঃ আনিসুর রহমান বলেন, সাপ্লাই চেইনের একটি অংশ পে। লজিস্টিক। পোর্টের ওয়্যারহাউজ ও ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, ইন্ট্রো ও ইন্টার-এজেন্সীর মধ্যে সমন্বয় করাই এর লক্ষ্য। Ease of Doing Business এ গুরুত্বপূর্ণ হলো কমিটমেন্ট, তার সাথে Quality service with a time-frame and less expenditure. তবে বন্দর কার্যক্রমে কতিপয় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন বন্দরের ওয়্যারহাউজ/ইয়ার্ড হতে আমদানিকারক কর্তৃক ছাড় করা, নিলাম কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা, বন্দর অংশীজনের আইনগত ও মানসিক ভিন্নতা এবং সমন্বয়হীনতা আছে। তাছাড়া ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বন্দরগুলো সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত। সেখানে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট পরিষেবা চাহিদার সাথে সমানুপাতিক নয়। সরাসরি নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশী পণ্যবাহী ট্রাক যেতে পারে না। এতে বাংলাদেশেল রপ্তানি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তিনি বলেন, এ বিষয়গুলো জাতীয় লজিস্টিক পলিসিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে স্থলপথে প্রতিবেশি দেশের সাথে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থাপনা তথা বন্দরের সার্বিক কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল ও উন্নত হবে।

৫। সভাপতি বলেন, জাতীয় লজিষ্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত পলিসির অংশ হিসেবে MSW এর বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নজরে আনা উচিত। এছাড়াও MSW শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর নয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিটি বন্দরকেই অনুসরণ করতে হবে। তিনি বাংলাদেশ স্থল বন্দরের অধীনস্থ দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য পরিবহনে যেসকল সমস্যাগুলো হচ্ছে তা নিরসনে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও, তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য পরিবহনে UNCTAD এর সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অনুসরণ করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

৬। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (জাহাজ) বেগম নুসাইমা পারভীন শেলী বলেন, জাতীয় লজিষ্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত পলিসির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আরও অত্যাধুনিক স্ক্যানার মেশিন স্থাপনের প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন, ইউরিয়া ও ফসফরাস দুটি পণ্য দেখতে প্রায় একইরকম। একটি বিপদজ্জনক পণ্যের আওতাভুক্ত অন্যটি নয়। পণ্য দুটি বর্তমানে স্থাপিত স্ক্যানার মেশিন সনাক্ত করতে পারে কি না সে বিষয়ে তিনি সভায় আলোচনা করেন। তিনি বলেন, লজিস্টিক পলিসি বাস্তবায়নে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে একটি Single hub করা হবে, যাতে সবাই সংযুক্ত থাকবে।

৭। সভায় উপসচিব (জাহাজ) বলেন, গত ১০ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি. ঢাকার নিকুঞ্জ লা-মেরিডিয়ান হোটেলে জাতীয় লজিষ্টিক উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত পলিসি ও রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক উপ-কমিটির আওতাধীন Technical Working Group (TWG) কর্তৃক "Stakeholder Dialogue on Logistic Policy and Regulatory Priorities" শীর্ষক কর্মশালাটি পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, ২০২৪ খ্রি. হতে Maritime Single Window, IMO কর্তৃক বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলকভাবে থাকা প্রয়োজন। ১লা জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে কার্যকর হবে। এটি কার্যকর হলে সরকারি ও বেসরকারি পক্ষগণের মধ্যে সমন্বয় সহজ হবে এবং পণ্য আমদানী রপ্তানিসহ বাণিজ্যিক পরিবহণ কার্যক্রম সহজতর হবে। MSW ও Single Window এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। এক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতির সমন্বয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৮। সভায় দীর্ঘ আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

৮.১। পরবর্তী সভায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল বন্দর কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণ করবে;

৮.২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বন্দরগুলো UNCTAD এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বিবেচনা করবে;

৮.৩। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল বন্দরগুলোতে স্ক্যানার মেশিনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে;

৮.৪। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বন্দরসমূহের সমন্বয়ে Maritime Single Window (MSW) দ্রুত বাস্তবায়ন করত হবে। বেসরকারি উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর স্থাপনে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৮.৫। নদীপথে সমুদ্র বন্দরসমূহের পণ্য পরিবহন বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

৮.৬। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের পণ্য পরিবহন প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে হবে।

৯। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৮/০৮/২০২৩
শেখ মোঃ শরীফ উদ্দিন, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

চলমান পাতা-৩

নং- ১৮.০০.০০০০.০২৪.০১.৯৯.২০২৩- ২৪৫

তারিখ: ১৩ ভাদ্র, ১৪৩০ / ২৮ আগস্ট, ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
৩। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর
৪। যুগ্মসচিব (জাহাজ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৫। ক্যাপ্টেন মোঃ ফরিদুল আলম, উপ-সংরক্ষক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৬। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, উপসচিব (চবক), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। বেগম আক্তার উননেছা শিউলী, পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৮। জনাব এনামুল করিম, পরিচালক (পরিবহন), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৯। জনাব মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ ইবনে বশির, ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১১। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২৮.০৮.২৩

(সৈয়দ আলী আহসান)
উপসচিব
ফোন: ২২৩৩৮০৭৮৬
মেইল: ds.ship@mos.gov.bd